স্বাগতম

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

চিতলমারী, বাগেরহাট

বাগেরহাট জেলা ও চিতলমারী উপজেলা (চিংড়ি সম্পদ)

সম্পদ	বাগেরহাট জেলা	চিতলমারী উপজেলা
মৎস্যে নিয়োজিত জনসংখ্যা	১,৭৬,৩৩৫ জন	১৭,৬৫৬ জন
চিংড়ি ঘেরের সংখ্যা	১,০১,১৬১ টি	১৭,৭৩০ টি
ঘেরের আয়তন	৭৪,৪১৭ হেক্টর	৬,৮৮৯ হেক্টর
চিংড়ির উৎপাদন	২৫,৭৩৩ মে. টন	২,৫৫২ মে.টন
উৎপাদন (প্রতি শতক)	১.৪ কেজি	১.৫ কেজি

চিতলমারী উপজেলা ব্রান্ডিং

চিতলমারীর অর্থনীতি: সাসটেইনেবল এগ্রোফিসারিজ

“সবজি-চিংড়ি-সাদা মাছ

চিতলমারীতে বারো মাস”

১. ঘেরে চিংড়ি চাষ - মার্চ থেকে ডিসেম্বর

২. মিষ্টি পানির এলাকায় - গলদা চিংড়ি

৩. ঈষৎ লবনাক্ত পানির এলাকায় -

প্রথমে তিন মাস বাগদা চিংড়ি এবং

বাগদা চিংড়ি আহরণের পর ডিসেম্বর পর্যন্ত

গলদা চিংড়ি এবং সাদা মাছ চাষ করা হয়

ঘেরের পাড়ে সবজি চাষ

মাস	উৎপাদিত সবজি
মার্চ থেকে জুন	শশা, উচ্ছে, করলা
জুন থেকে জুলাই	কুমড়া, বরবটি
আগস্ট থেকে ফেব্রুয়ারি	টমেটো
এপ্রিল থেকে আগস্ট	তরমুজ
জানুয়ারি থেকে এপ্রিল	ঘেরের মধ্যে ধান চাষ (বোরো)

ক্লাস্টার গঠনের পূর্বে (সনাতন পদ্ধতি)

একক বিঘা	অর্জন (সূচক)
উৎপাদন	৩৫ কেজি
উৎপাদন ব্যয়	১৭,৫৬০/-
আয়	২৮,৪৮০/-
মুনাফা	১০,৯২০/-
সবজি চাষে ব্যয়	৭,২৫০/-
সবজি চাষে আয়	১৫,৫০০/-
সবজি চাষে মুনাফা	৮,২৫০/-

সম্ভাবনা

চাষ পদ্ধতি

সনাতন

↓

উন্নত সনাতন

**বিঘা প্রতি উৎপাদন প্রায়
৪ গুণ বৃদ্ধি পাবে

চিংড়ি বিপ্লব (চিতলমারী)

উন্নত সনাতন পদ্ধতি

সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্প

কম্পোনেন্ট ০২ : অবকাঠামোগত ও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন

মোট ক্লাস্টার: ২১ টি (ক্লাস্টার প্রতি ২৫ জন করে মোট ৫২৫ জন চাষী)

কন্ডিশনাল ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান

লক্ষ্যমাত্রা: প্রচলিত হারের থেকে ২০% বেশি চিংড়ি উৎপাদন

সনাতন বনাম উন্নত সনাতন

সনাতন	উন্নত সনাতন
শুধুমাত্র কাদা অপসারন করা হয়	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঘের খনন ও নার্সারি পুকুর প্রস্তুতকরণ (ব্লিচিং প্রয়োগ করে)

পাড়

প্রস্থ - ৫ ফুট

ঢাল - ৭.৫ ফুট

উচ্চতা - ৫ ফুট

চাষকালীন সময়ে
কমপক্ষে ৩.৫ ফুট পানি

সনাতন	উন্নত সনাতন
অনিয়মিত চুন প্রয়োগ	নিয়মিত ও পরিমাণমত চুন প্রয়োগ
প্রিবায়োটিকস/মিনারেলস/প্রোবায়োটিকস প্রয়োগ করা হয় না	প্রিবায়োটিকস/মিনারেলস/প্রোবায়োটিকস প্রয়োগ করা হয়
প্রশিক্ষণ দরকার হয় না	হাতে কলমে বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়

সনাতন

নদীর পিএল মজুদ করা হয়

(শতক প্রতি কোন হিসাব থাকে না)

উন্নত সনাতন

- ভালো মানের পিএল মজুদ করা হয় এবং শতক প্রতি ২০০ পিচ
- সাধারণত হ্যাচারীর পিএল আনা হয়
- বিক্রয়যোগ্য হতে কমপক্ষে ১২০ দিন সময় প্রয়োজন হয়

*পিএল (Post Larvae)

সনাতন

- অনিয়মিত খাবার প্রদান এবং নিম্নমানের খাবার প্রদান
- পানি ব্যবস্থাপনা ও মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কখনোই করা হয় না

উন্নত সনাতন

- পরিমাণমত ও উন্নতমানের খাবার নির্ধারিত হারে প্রয়োগ
- নিয়মিত পানি ব্যবস্থাপনা ও মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

ক্লাস্টার গঠনের পরে

একক বিঘা	অর্জন (সূচক)
উৎপাদন	১৩০ কেজি
উৎপাদন ব্যয়	৪৫,০০০/-
আয়	৯৮,৮০০/-
মুনাফা	৫৩,৮০০/-
সবজি চাষে ব্যয়	১৬,৯০০/-
সবজি চাষে আয়	৪৫,০০০/-
সবজি চাষে মুনাফা	২৮,১০০/-

স্টারের সুফলভোগীদের সাথে
নিময়

অতিরিক্ত সুবিধাসমূহ (উন্নত সনাতন পদ্ধতি)

১. অতিবৃষ্টিতে ঘের পানিতে তলিয়ে যায়নি

২. জৈব নিরাপত্তা বজায় রয়েছে

৩. ক্লাস্টারসমূহের ঘের আলোকিতকরণ ও নিয়মিত পাহারা প্রদান করা হয়

৪. প্রশস্ত পাড়ে চার সারিতে টমেটো রোপণ করা যায়

৫. কাঠের পুল হওয়াতে উৎপাদিত মাছ/সবজি/ফসল সহজে পরিবহন সম্ভব হয়েছে

সীমাবদ্ধতা

- সময়মত পিএল প্রাপ্তিতে সমস্যা
- চিংড়ি খাদ্যের অতিরিক্ত বাজার মূল্য
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা (অতিরিক্ত তাপ/ অনাবৃষ্টি/ অতিবৃষ্টি)
- প্রয়োজনীয় ঋণ প্রাপ্তির অপ্রতুলতা
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে স্থানীয় চাষীদের অনীহা
- স্থানীয়ভাবে চিংড়ি চাষে নিরাপত্তাহীনতা

চিংড়ি চাষ (চিতলমারী)

সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)
চর ডাকাতিয়া গলদা কার্প মিশ্র ক্লাস্টার
চর ডাকাতিয়া, চিতলমারী, বাগেরহাট

সুপারিশ

- নতুন হ্যাচারি স্থাপন/বৃদ্ধিকরণ
- পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকরণ
- সহজ শর্তে ঋণ প্রদান/সরবরাহ
- চিংড়ি খাদ্য তৈরির আধুনিক কারখানা স্থাপন
- চিংড়ি চাষের উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান

সুপারিশ

- নতুন টেকসই প্রকল্প গ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণ
- স্বাস্থ্যসম্মত আধুনিক আড়ৎ ব্যবস্থাপনা
- আয়-ব্যয়সহ যাবতীয় রিটার্ন নির্ধারিত রেকর্ড বহিতে নিয়মিত হালনাগাদকরণ
- বাছাইকৃত চাষীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের ব্যবস্থাকরণ

ধন্যবাদ